সংবাদ

তারিখ ... 2 3 AUG 2008
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬

ভিকারুননিসা নূন স্কুলে ৫০ কোটি টাকার দুর্নীতি, জড়িত তিন অধ্যক্ষসহ অনেকে

শেখ জামাল

রাজধানীর সেরা বিদ্যাপীঠ ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজে প্রায় ৫০ কোটি টাকার দুর্নীতি ও গুরুতর আর্থিক অনিয়ম পাওয়া গেছে। এ অনিয়মের সঙ্গে কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মিসেস রোকেয়া হোসেন, মিসেস হামিদা আলী, মিসেস তাহমিনা খানম, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা মাহমুদা বেগম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী রাশেদুজ্জামানসহ কলেজের সাবেক ও বর্তমান অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী জড়িত বলে জানা গেছে। গত বছরে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের ৫ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত দলের কাছে এ দুর্নীতি ও গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ধরা পড়ে। তদন্ত দলের রিপোর্টে বলা হয়েছে, ৩ অধ্যক্ষ নিয়োগসহ ৪৫ শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগে অনিয়ম, দরপত্র আহ্বান ও গ্রহণে অনিয়ম, কলেজের আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ে অনিয়ম, ছাত্রী ভর্তি সংক্রান্ত অনিয়ম, প্যাটার্ন বহির্ভূত শিক্ষক কর্তৃক সরকারি বেতন-ভাতা গ্রহণ, আয়কর ও ভ্যাট কর্তনে অনিয়ম হয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষক-শিক্ষিকা

দুর্নীতি : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৬

দুর্নীতি : ভিকারুননিসা নূন
(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিয়োগের দুর্নীতি ও অনিয়মের তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়, সাবেক অধ্যক্ষ মিসেস রোকেয়া হোসেন, মিসেস হামিদা আলী, মিসেস তাহমিনা খানমসহ ৪৫ সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকার নিয়োগ বিধিসম্মত হয়নি। এসব অধ্যক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রতিটি পরীক্ষায় শিক্ষাগত যোগ্যতায় তৃতীয় বিভাগ রয়েছে। এরা কলেজে নিয়মিত হাজির না হয়ে সরকারের কোটি কোটি টাকা বেতন-ভাতা নিয়েছেন।

কলেজের আর্থিক দুর্নীতি ও অনিয়মের মধ্যে রয়েছে– প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা মাহমুদা বেগম অফিস সহকারী কাম হিসাবরক্ষক পদে নিয়োগ ও এমপিওভুক্ত হয়ে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার পদ ব্যবহার করে মাসিক ৫৪ হাজার টাকা বেতন নেন। খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করা হয়। এদের নিয়োগ কমিটি কর্তৃক দেয়ার কথা থাকলেও সরাসরি অধ্যক্ষ কর্তৃক দেয়া হয়। ব্যাংক, হিসাব সংক্রান্ত সঠিক তথ্য প্রদানে ব্যর্থতা। শিক্ষক-কর্মচারীদের কর্তনকৃত ভবিষ্যৎ তহবিলের সঠিক হিসাব সংরক্ষণ করা হয় না। ছাত্রীদের বেতন ও ভর্তির টাকা আদায়ের হিসাব রাখা হয়নি। বড় অঙ্কের টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে গ্রহণ না করে নগদ গ্রহণ করা, পরিদর্শনের সময় ৫ লাখ ৩৯ হাজার ৬৬৮ টাকা নগদ গ্রহণ করে আত্মসাৎ করা, ক্যাশ বইয়ে প্রদর্শিত হিসাবের সঙ্গে সরেজমিন প্রাপ্ত নগদ অর্থের পার্থক্য ৪ লাখ ১৯ হাজার ১৮২ টাকা পাওয়া যায়। ভিকারুননিসা স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করায় পরিদর্শনের মাস পর্যন্ত সুদ বাবদ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ৬ কোটি ৬৫ লাখ ১১ হাজার ৫২২ টাকা। বাড়িভাড়া বাবদ উৎসে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের ১৬ লাখ ৩৪ হাজার ৯৮২ টাকা আর্থিক ক্ষতি করা হয়। মেয়াদপূর্তির আগে এফডিআর ভাঙানোর ফলে সুদ বাবদ সরকারের ৫৪ লাখ ৬৮ হাজার ৯৭১ টাকা আর্থিক ক্ষতি করা হয়। বিজ্ঞান ক্লাবের হিসাব গাফিলতিতে নানা অনিয়ম ও রেকর্ড প্রদর্শনে ব্যর্থতা এবং ভ্যাট ও আয়কর কর্তন না করায় সরকারের ২৯ হাজার ১৬৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি করা হয়। বিতর্ক ক্লাবের হিসাব গাফিলতিতে লাখ লাখ টাকার অনিয়ম।

আজিমপুর শাখা স্কুল ভবন নির্মাণে ৫ কোটি ৮৭ লাখ ৪৩ হাজার ৩৬১ টাকার অনিয়ম। শিক্ষক-কর্মচারীদের বাসভবন নির্মাণে ১৪ লাখ ৯২ হাজার ৫৪৩ টাকা আত্মসাৎ করা হয়। ইংরেজি শাখা ভবন নির্মাণে ৫ কোটি ৫১ লাখ ৮৬৫ টাকা আত্মসাৎ করা হয়। বসুন্ধরা শাখা ভবন নির্মাণে ১ কোটি ৯ লাখ ১৯ হাজার ৫৪১ টাকা আত্মসাৎ করা হয়। স্কুল ও কলেজের ৪ কর্মচারী ১১ মাস প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থেকে তহবিল থেকে বেতন গ্রহণ করায় ১ লাখ ৭৮ হাজার ৩৯৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি করে। এছাড়াও কলেজের বিভিন্ন খাত থেকে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি ও আর্থিক অনিয়ম পাওয়া গেছে বলে তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

১২ সহকারী শিক্ষক ও ১ জন প্রভাষক ১৯৯৫ সালের ২৪ অক্টোবর জনবল কাঠামোর বাইরে সরকারি বেতন ভাতা গ্রহণ করেছেন। কলেজ সূত্রে জানা গেছে, ভিকারুননিসা স্কুল এন্ড কলেজের [illegible] শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মচারী, গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান, মেম্বারের [illegible] তালিকায় ২ থেকে ৩ লাখ টাকা নিয়ে এক একজন ছাত্রী ভর্তি করেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের [illegible] কর্মকর্তারা পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের তদন্ত রিপোর্টে যে দুর্নীতি ও আর্থিক অনিয়ম ধরা পড়েছে তা তদন্ত করার জন্য বলা হলেও [illegible] তদন্ত একেবারেই [illegible] দুদক [illegible], কলেজের দুর্নীতি ও অনিয়মের তদন্ত চলছে, পর্যায়ক্রমে তদন্ত করা হবে।